প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের দাবি উঠছে

দেশে বাড়ছে তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার

হিটলার এ. হালিম

দেশে তথ্যপ্রযুক্তি তথা ইন্টারনেটের অপব্যবহার বাড়ছে। অপব্যবহার রোধে প্রযুক্তি বন্ধ করা কোনো সমাধান নয়। বরং অপব্যবহার রোধে প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতিমালা থাকা দরকার। সম্প্রতি দেশে তথ্যপ্রযুক্তির যথেচ্ছ ব্যবহারে বিভিন্ন সহিংস ঘটনা ঘটেছে। এর পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার করে চলছে নানা প্রতারণা। ইন্টারনেটে কাজ দেয়ার কথা বলে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ। ই-মেইল ঠিকানা হ্যাক করে দেশের বাইরে থেকে চাওয়া হচ্ছে অর্থ সহায়তা। লটারি জেতার সংবাদ দিয়ে অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে চাওয়া হয় টাকা পাঠানোর প্রসেসিং ফি। এসবই হাইটেক বা ডিজিটাল প্রতারণা।

অন্যদিকে ভুয়া ফেসবুক আইডি বা ই-মেইল অ্যাকাউন্ট খুলে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতাসহ সাধারণ মানুষকে হুমকি-ধমকি দেয়ার খবর এখন প্রায়ই সংবাদপত্রের শিরোনাম হচ্ছে। ব্লগ ও ফেসবুক নিয়েও অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। ওইসব অভিযোগকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ড এবং কুপিয়ে আহত করার মতো ঘটনাও ঘটছে। বর্তমানে সামগ্রিক বাস্তবতায় এ বিষয়ক নীতিমালা থাকা প্রয়োজন বলে মত দিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞেরা।

দেশে তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্যবহারের কোনো নীতিমালা নেই। গত বছর তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে 'কনটেন্ট রেগুলেশন' নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হলেও সেই উদ্যোগ আজও আলোর মুখ দেখেনি।

অন্যদিকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনলাইন গণমাধ্যমগুলোর জন্য নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হলেও এখনও পর্যন্ত তা চূড়ান্ত হয়নি। খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণের জন্য কাজ করছে একটি সাব কমিটি। ওই কমিটির আহ্বায়ক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার এ বিষয়ে বলেন, নীতিমালা তৈরির কোনো উদ্যোগই এখন কাজ করছে না। বিষয়টি একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছে। যাদের জন্য নীতিমালা তৈরি করা হবে তাদের দিক থেকে কোনো সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি জানান, প্রচলিত আইনেই এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। তথ্যপ্রযুক্তি আইন-২০০৬-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ আইন অনুসরণ করেও ইন্টারনেট সংক্রান্ত অপরাধ কমানো সম্ভব। তবে তার আগে এর বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ঠিক করতে হবে। ইন্টারনেটের অপব্যবহার কমাতে তিনি তিনটি বিষয়ের প্রতি নজর রাখার পরামর্শ দিয়ে বলেন, ইন্টারনেটের খবরদারি ও নজরদারি করার জন্য কোনো নীতিমালা নেই। নীতিমালা থাকতে হবে। ব্যবহারকারী এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সচেতনতার অভাব আছে। সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ থাকতে হবে।

টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি গত বছর সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে একটি বিশেষ টিম গঠন করেছে। বাংলাদেশ কমপিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম (বিডিসিআইআরটি) নামে ওই দলটি দেশে সাইবার অপরাধ শনাক্তে কাজও শুরু করেছে। কিন্তু সেটিতে এখনও আশ্বস্ত হতে পারছে না ভুক্তভোগীরা। বিটিআরসি সূত্রে জানা গেছে, গত মাসে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে ১২টি ব্লগ সাইট ও একাধিক ফেসবুক আইডি বন্ধ করা হয়েছে। আর এই টিমের কাছে যেসব অভিযোগ এসেছে তার মধ্যে ফেসবুকের অবস্থান শীর্ষে। তবে আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে অনলাইন বিষয়ক কোনো সমস্যা হলে তা ঘটা করে বন্ধ করেই যেনো সমাধানের পথ দেখছে বিটিআরসি।

তবে এভাবে প্রযুক্তি বন্ধ করে সমাধানের পথ খোঁজার বিরোধিতা করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, বন্ধ করা কোনো সমাধান নয়। এসব ব্যবহারের জন্য নীতিমালা থাকলেই হয়। তিনি জানান, প্রযুক্তি জ্ঞানের চেয়ে এর বিকাশ দ্রুত হয়। ফলে বন্ধ করা হলে তাতে প্রবেশের জন্য বিকল্প পথ খোঁজা হয়।

সম্প্রতি দেশে অনলাইন কার্যক্রম তথা ব্লগিং, ফেসবুকের ব্যবহার শাহবাগ জাগরণের জন্ম দিয়েছে। অপরপক্ষে একটি গোষ্ঠী শাহবাগ জাগরণকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে বিভিন্ন অপকৌশল গ্রহণ করছে, যা দেশে সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। একের পর এক সহিংস ঘটনা ঘটেছে। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ধর্ম ও বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য প্রচারে অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করায় তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে দেশে-বিদেশে। ফলে বেশিরভাগের চোখে তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহারের বিষয়টিই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্লগ, ফেসবুক ব্যবহারের নীতিমালা থাকলে এ ধরনের বিরূপ ঘটনা ঘটত না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ব্লগে লেখালেখি নিয়ে ভুল বোঝার কারণে দেশে একজন ব্লগার দুর্বৃত্তদের হাতে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। দু'জন ব্লগারকে কুপিয়েছে সন্ত্রাসীরা। অথচ তাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে তা ভিত্তিহীন বলছে সরকার। অন্যদিকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী অভিযোগ সত্যি প্রমাণের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। অথচ দেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদেরা বলছেন, একজনের নামে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে যেকোনো জায়গা থেকে তাতে লিখে দেয়া হচ্ছে ধর্ম, রাষ্ট্রবিরোধী মন্তব্য। আজকের দিনে কে বা কারা এসব লিখছেন বা পোস্ট করছেন তা প্রমাণ করা মোটেও কঠিন কোনো কাজ নয় উল্লেখ করে তারা বলেন, একটু চেষ্টা করলেই বের করা যাবে– অ্যাকাউন্টটি কবে খোলা হয়েছে, কবে লেখা পোস্ট করা হয়েছে এবং কোন এলাকা থেকে এসব করা হয়েছে।

প্রযুক্তি বিশ্লেষক রেজা সেলিমের মতে, অনলাইনের কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। নীতিমালা থাকলে সংশ্লিষ্ট সাইটের মডারেটরেরা ▸

(বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়)

দেশে বাড়ছে তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার

(৪১ পৃষ্ঠার পর)

সেসব নির্দেশনা মেনে চলবেন। নীতিমালার পরিপন্থী কোনো পোস্ট ফেসবুকে বা ব্লগে প্রকাশ হতে পারবে না। ফলে অপব্যবহারও হবে না। এর পাশাপাশি অনলাইনকে কর্মসংস্থানের উৎস করা গেলে তরুণেরা কাজকর্ম নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকবেন বলে তিনি মত দেন। তিনি জানান, সরকার উচ্চগতির ইন্টারনেট উন্মুক্ত করে দিয়ে অনলাইন থেকে কাজ পাওয়ার একটা নীতিমালা করলেই আমাদের তরুণেরা অর্থ উপার্জনের প্রতি মনোযোগী হবে। আর যারা অনলাইনে (ব্লগে) সৃষ্টিশীল ও তথ্যবহুল লেখালেখি করতে চান তারা গবেষণায় মনোনিবেশ করবেন।

অন্যদিকে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি সার্চ ইঞ্জিন গুগল এবং ভিডিও পোর্টাল ইউটিউব। গুগলের অসহযোগিতার কারণে দেশে ভিডিও পোর্টাল ইউটিউব চালু করতে পারছে না সরকার। গত বছর থেকে দেশে এটি বন্ধ আছে। চালু করতে সম্ভাব্য সব ধরনের উদ্যোগ নেয়া হলেও কোনো সুফল মেলেনি।

ইউটিউব পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ গুগলের কাছে এটি খুলে দেয়ার প্রসঙ্গে জানতে চাইলে গুগল এশিয়ার এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভিডিওচিত্রটি কোনো সমস্যা নয়। বাংলাদেশ সরকার চাইলে একটি ফিল্টার সফটওয়্যার কিনে দেশে ইউটিউব চালু করতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, অনেক দেশ সফটওয়্যারটি কিনে ইউটিউব ব্যবহার করছে। তবে গুগল ওই বিতর্কিত চলচ্চিত্রটি সাইট থেকে সরিয়ে নেবে না বলেও তিনি জানান। বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস এ বিষয়ে বলেন, যে মুহূর্তে গুগল ইউটিউব থেকে ওই চলচ্চিত্রটি সরিয়ে নেবে সে মুহূর্তেই ইউটিউব খুলে দেয়া হবে। তিনি টাকা খরচ করে কোনো ধরনের সফটওয়্যার কেনা হবে না বলেও জানান। তিনি বলেন, ওই টাকা খরচ করে কমিশনের কর্মকর্তাদের কারিগরি জ্ঞান বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হবে।

অথচ ফেসবুকে ছবি বিকৃতির কারণে রামু ট্র্যাজেডি, ইউটিউবে বিতর্কিত চলচ্চিত্র প্রকাশ হওয়ায় দেশে বড় ধরনের সহিংস ঘটনা ঘটে। প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত হলে এসব সহিংসতা সহজে এড়ানো যেত বলে অভিমত প্রযুক্তিবিদদের। সম্প্রতি দেশের সরকারি ওয়েবসাইট হ্যাকিংয়ের ঘটনা বহুলাংশে বেড়েছে। দেশি-বিদেশি হ্যাকার গ্রুপ এসব অঘটনের সাথে জড়িত। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে ফেলানি নামে এক বাংলাদেশী তরুণী হত্যা, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলাদেশ সফরে না আসা, তিস্তা চুক্তি নিয়ে কালক্ষেপণ, টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে নয়ছয়, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা জয়, মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে সহিংসতা (রোহিঙ্গা ইস্যু), রামু ট্র্যাজেডিকে (বৌদ্ধপল্লীতে হামলা) কেন্দ্র করে ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে সংঘটিত সাইবারযুদ্ধে বারবার আক্রান্ত হয়েছে বাংলাদেশের সাইবার স্পেস। সম্প্রতি সাইবারযুদ্ধ থামলেও থেকে থেকে দুয়েকটি সাইট আক্রান্ত হচ্ছে।

জানা গেছে, চীনে গুগল চাইনিজ বা ম্যান্ডারিন ভাষায় তৈরি করেছে। সে দেশে গুগলের নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতে। আছে শক্ত নীতিমালা। ব্রিটেনে শিশু পর্নোগ্রাফি রোধে আছে সারভেইলেন্স টিম। ফলে বাংলাদেশের মতো কোনো পরিস্থিতি সেখানে উদ্ভূত হয়নি। অনেক দেশে অনলাইন পর্যবেক্ষণের জন্য সাইবার পুলিশিংয়ের ব্যবস্থা আছে। অন্যদিকে দেশের সংঘাতময় পরিস্থিতির কারণে ওয়েবসাইট হ্যাকিংয়ের ঘটনাও বেড়েছে। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, প্রতিষ্ঠানের সাইট হ্যাক হওয়ার ঘটনা এখন নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সাইট হ্যাকিংয়ের জন্য শাহবাগ জাগরণের পক্ষ-বিপক্ষরা জড়িত বলে অভিযোগ আছে। এসব বিষয় বিটিআরসির তীক্ষ্ণ নজরদারিতে আছে বলে জানা গেছে।

তথ্যপ্রযুক্তিবিদ জাকারিয়া স্বপন তথ্যপ্রযুক্তিকেন্দ্রিক বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে দিন দিন এর অপব্যবহার বাড়বে। তিনি সবাইকে প্রযুক্তি বুঝে তারপর তা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। ফেসবুককে উদাহরণ হিসেবে টেনে তিনি বলেন, দেখা যায় ইন্টারনেট সম্পর্কে একজন ব্যক্তির কোনো ধারণা নেই। অথচ কোনোমতে ইন্টারনেট ব্যবহার শিখে অন্যকে বলেন ফেসবুক আইডি খুলে দিতে এবং সেদিন থেকেই ব্যবহার শুরু করেন। না বুঝে লাইক দেন, ট্যাগ করেন, কারও কাছ থেকে কোনো ছবি পেলে (হোক তা ভালো বা বিতর্কিত) তা শেয়ার করেন। ফলে দেখা যায় নিজের অজান্তেই তিনি কোনো না কোনো সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন। আর এভাবেই একেকটা ইস্যুর জন্ম হয়।

বাংলাদেশে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৩৩ লাখ। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ ১৭ লাখ আইডি (ব্যবহারকারী) ভুয়া বলে জানিয়েছেন জাকারিয়া স্বপন। তিনি বলেন, আমি র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং করে দেখেছি একেকজনের দুই-তিনটা করে আইডি আছে। তিনি জানান, ভুয়া আইডি দিয়েই এখন বিভিন্ন ধরনের অপরাধ হচ্ছে। বেশি হচ্ছে ছবি বিকৃতি। একের সাথে অন্যের ছবি জুড়ে দিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে। ভুয়া আইডির ফলে অন্যকে হেয় করা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা, পরকীয়া, যৌন নিপীড়নসহ সামাজিক অপরাধ বাড়ছে কজ

ফিডব্যাক : hitlarhalim@yahoo.com